ইত্তেফাক

তারিখ ... ১৭.১১.৭৭ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

শিশু শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান

॥ সৈয়দ তোসারুফ আলী ॥

অনেকের মতে, অশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্ব-শিক্ষিত। কিন্তু শিশু শিক্ষার বেলায় শিক্ষকের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই। কারণ শিশুর সুশিক্ষা বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। আর একজন শিক্ষক এই গুরুদায়িত্ব তখনই সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন যখন তিনি শিশু মনটিকে নিবিড়ভাবে জানতে পারেন। কারণ, "A child is a book, he must be known from page to page", শিশু শিক্ষার প্রশ্নে এত বড় সত্য এমন প্রাঞ্জল ভাষায় ফরাসী দার্শনিক 'রুশো' (Rousseau)র মতো আর কেউ বোধ হয় উচ্চারণ করেননি।

শিশুকে সুশিক্ষা দিতে হলে শিক্ষককে প্রতিটি শিশুর সামাজিক অবস্থান, তার স্বভাব এবং সমস্যাকে জানতে হবে। আবিষ্কার করতে হবে কোন শিশুর মধ্যে কি সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। এটা না জানা পর্যন্ত শিক্ষক শিশুকে যে শিক্ষাই দিন না কেন, তা হবে হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসার সামিল।

আমাদের দেশের হাতুড়ে ডাক্তাররা যেমন রোগ নির্ণয় না করতে পেরে, 'Trail and error method' অবলম্বন করে থাকেন এবং রোগীর ভাল করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সর্বনাশ করে বসেন, ঠিক তেমনি মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ শিক্ষকও শিশুর হীতে বিপরীত করে বসেন।

শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান যে একান্ত প্রয়োজন সে কথা জোরালো ভাষায় প্রথম ঘোষণা করেন সুইজার ল্যাণ্ডের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ জন হেনরিক পেষ্টালোজী (Pestalozzi)। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিশুমনস্তত্ত্বের সঠিক পরিমাপের উপর নির্ভর করে শিশু শিক্ষার যে কোন পদ্ধতির সাফল্য। তাঁর এই প্রত্যয় গড়ে উঠেছিল শিশুমন সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা থেকে। আর সে ধারণা হলো, শিশুমন আদৌ জড় পদার্থ নয় বরং একটি সজীব বাড়ন্ত চারাগাছের মতো। প্রয়োজন অনুপাতে আলো, বাতাস, পানি এবং খাদ্য পেলে চারা গাছ যেমন ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে বিরাট বৃক্ষে পরিণত হয়, একটি শিশুর ক্ষেত্রেও তার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারলে শিশু-প্রতিভার বিকাশ হয়ে ওঠে সুনিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত।

একথাতো সর্বজনস্বীকৃত যে, প্রতিটি শিশুই একটা নিজস্ব সত্তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। শিশুর এই নিজস্ব সত্তা জানা ও তদনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করাই শিক্ষকের দায়িত্ব। কারণ এ যুগের কোন বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা পদ্ধতিতেই শিশুর স্থান গৌণ নয় বরং মুখ্য। এ সম্পর্কে Sir Adams যে মূল্যবান কথাটি বলেছেন তা হলো, শিক্ষা ক্রিয়ার দুটি কর্ম আছে, একটি হাত অন্যটি শিক্ষণীয় বিষয়। শিক্ষণীয় বিষয়ে যেমন শিক্ষকের ব্যুৎপত্তি থাকতে হবে, যাকে শিক্ষা দিতে হবে তার মনটিকেও তেমনি জানতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, গায়ের জোরে শুরু হওয়া যায় না, রবীন্দ্রনাথের এই মূল্যবান কথাটি।

তাছাড়া আধুনিক শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে সুইস শিক্ষাবিদ পেষ্টালোজী (Swiss Educator Pestalozzi) শিক্ষককে যা মর্যাদা দিয়েছেন জার্মানীর শিক্ষাবিদ ও শিশু শিক্ষায় Kinder garten পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা ফ্রয়েবেল (Froebel) এবং মন্টেসরী পদ্ধতির প্রবর্তক ইটালীর শিক্ষাবিদ মারিয়া মন্টেসরী (Maria Montessori)) তারচে' অধিক মর্যাদা দিয়েছেন শিশুকে। যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা দেখতে পাই কে.জি ও নার্সারী স্কুলগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে। এই স্কুলগুলি মূলতঃ শিশু শিক্ষার গবেষণাগার।

সত্যি বলতে কি, উন্নত দেশসমূহে শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে নিদিষ্ট কোন ছাঁচ গড়ে তোলা হয়নি। কোন পদ্ধতি যে উৎকৃষ্ট তাও কোন শিক্ষাবিদ নিশ্চয় করে বলেননি। সেখানে শিশু শিক্ষার উন্নয়নে নতুন নতুন চিন্তার উন্মেষ হচ্ছে। আবিষ্কৃত হচ্ছে নিত্যনতুন পদ্ধতি। পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে অভিনব সব তত্ত্বের এবং

ইত্তেফাক

তারিখ ... ১৭.১১.৭৭ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৩ ...

শিশু শিক্ষার প্রত্যেকটি বিষয় ও তার পেছনের তাত্ত্বিক ভিত্তিকে যাচাই করা হচ্ছে মনোবিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে। এ প্রসংগে তিনটি মতাদর্শ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করাটা নিশ্চয়ই অপ্রাসংগিক হবে না। মতাদর্শ তিনটি হলো, The jug and the mug theory, The potter and the clay theory এবং the gardener and the plant theory.

প্রথম মতটি বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই শিক্ষক হচ্ছেন জ্ঞানে পূর্ণ একটি বৃহৎ পাত্র জগ এবং শিশু হলো শূন্যপাত্র ক্ষুদ্র মগ। আর এক্ষেত্রে শিক্ষার সমস্ত ব্যাপারটাই হচ্ছে দেওয়া-নেওয়া। শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়টাকে শিশুমনে ঢেলে দিচ্ছেন। শিশুমন হচ্ছে শূন্যপাত্র বা একেবারে clean state, এ শূন্যপাত্র জ্ঞান দ্বারা পূর্ণ করে তোলার সার্বিক দায়িত্ব শিক্ষকের। দ্বিতীয় মতানুসারে শিক্ষক হচ্ছেন কুম্ভকার এবং শিশু হচ্ছে কাদার তাল। যা দিয়ে কুম্ভকার তার মনের মতো পাত্র তৈরী করেন অবশ্য পাত্র তৈরীর পূর্বে পাত্রকর তাঁর নিজের মনে মনে পাত্র সম্পর্কে একটা নকশা এঁকে নিয়ে তারপর তাঁর মাফিক তা তৈরী করতে পারেন।

তৃতীয় মতানুসারে শিক্ষক হচ্ছেন মালী এবং শিশু হচ্ছে চারাগাছ। এক্ষেত্রে শিক্ষক চারাগাছের প্রয়োজন অনুযায়ী সব কিছুর যোগান দেন, আদর যত্ন করেন, লালন পালন করেন এবং তার স্বাভাবিক গতিপথে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেন মাত্র।

বলাবাহুল্য, শিক্ষা সম্পর্কিত এই মতগুলির প্রত্যেকটির পেছনেই শিশুমন সম্পর্কে এক একটা ধারণা বিদ্যমান রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদের শিক্ষকদের মনস্তত্ত্ব জানতেই হবে এবং তা নৈর্ব্যক্তিক মনস্তত্ত্ব নয়, বাস্তব মনস্তত্ত্ব। যে মনস্তত্ত্বের দ্বারা শিক্ষক সমাধান করবেন শিশু কি করে পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হয়, কেন সে ভুলে যায় অথবা কেন সে মিথ্যা বলে। জড়বুদ্ধি শিশুকে কি করে শিক্ষা দেওয়া যায়, দুষ্ট এবং উচ্ছৃঙ্খল ছেলে-মেয়েদের কি করে সংযত করা যায়, এ'রকম অসংখ্য সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষকের মনস্তত্ত্ব জ্ঞান অপরিহার্য। নতুবা শিক্ষক প্রকৃত শিক্ষাদানে ব্যর্থ হবেন। আর এই ব্যর্থতা ডেকে আনবে শত শত শিশু-প্রতিভার অপমৃত্যু।

তাই, শিশু প্রতিভা বিকাশে সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা নির্ণয়ের পাশাপাশি মনস্তত্ত্ব-ভিত্তিক শিশু শিক্ষার উপরও সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। একটি স্বাধীন দেশে ঔপনিবেশিক আমলের ঐতিহ্য বহনকারী বর্তমান আজিকের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিশু প্রতিভা বিকাশে কতটুকু সহায়ক, সরকার ও শিক্ষাবিদদের তা গুরুসহকারে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কারণ, বর্তমান যুগের শিক্ষা ব্যবস্থা কোন আন্দাজ-অনুমানের ব্যাপার নয়। বিজ্ঞানভিত্তিক মনস্তত্ত্বের উপরেই তা প্রতিষ্ঠিত।